বেরুবাড়ির বাড়াবাড়ি
কাহিনি শিবরাম চক্রবর্তী
চিত্রনাট্য সংলাপ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ নচিকেতা মাহাত
হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনের এই অ্যাডভেঞ্চারের সময় ১৯৭১।
তখনও বাংলাদেশ হয়নি, পূর্ব পাকিস্তান।

গোবরা! দারুণ খবর রে! কালকেই বেরুবাড়ি যেতে হবে।
বেরুবাড়ি? সে কোথায়?

আকাট মুখ্যু! জলপাইগুড়ি বর্ডার। বাউন্ডারির খুঁটি পোঁতার মিলিটারি কন্ট্রাক্টটা আমরাই পেয়েছি অঢেল কাঠ। কাটব আর খুঁটি পুঁতব।
তুমি-আমি খুঁটি পুতব?

ধ্যুর! জায়গাটা দেখে আসতে হবে না? মাপজোক করে এস্টিমেট দিতে হবে।

হুম-ম! তা বটে।

পরদিনই প্লেনে চেপে...তারপর গাড়িতে

বেরুবাড়ির কাছাকাছি
ভাই! বর্ডারটা কদ্দুর?
ওই যে দ্যাখেন!
ছুটো-ছুটো পাথর
বসানো আছে।

সবুজ ধানখেত। মাঠ। লোকজন বিশেষ নেই।
কী ব্যাপার রে গোবরা? একটাও লোক দেখছি না যে।
খামোকা লোক ঘুরবে কেন ভরদুপুরে? ওই যে পাথরগুলো বসানো, ওটাই সীমানা।

হঠাৎ আকাশে
গুড়-গুড়-গুড়

কীসের শব্দ রে? আকাশে তো মেঘ নেই।
ওগুলো কী গো?
বড়-বড় কালো-কালো চিল!!

ওরে! চিল নয়! ওগুলো ফাইটর প্লেন।
ফ-ফাইটার প-প্লেন!
তাই তো দেখছি। যুদ্ধ কি বেধে গেল?

আইস্কাপ! বোমা! বোমা! ওরা পাকিস্তান! বোম ফেলছে! যুদ্ধ! যুদ্ধ!

দ্রাম! দ্রাম!
গেছি গো দাদা। আজ বেঘোরে মরব
বাঁচাও বাঁচাও!

শিগগির দাদা! শুয়ে পড়ো। তাহলে আর টিপ করতে পারবে না।

চুপ কর ভরপোক! খুঁটি পোঁতার ব্যবস্থা না করেই পালিয়ে যাব?
আরে দাদা খুঁটি পুঁততে এসে নিজেরাই ফুটে যাব গো!

ক্রুম!
বাঁচাও!!
ও দাদা! শিগগির চিৎপাত হও!

বকিস না! সাহস ছাড়া ব্যবসা হয়, অ্যাঁ!
সাহস দেখাও! আর বেশিক্ষণ বকতে হবে না তামার! কী বোমার তোড়! আরি ভোয়া দাদা, আরি ভোয়া!
কি বকছিস বল তো! কোথায় ভারী ধোঁওয়া, অ্যাঁ! শুধুই তো ফাটছে বোমা!
উফ! কানটাও গেছে তোমার। ধোঁওয়া নয়, আরি ভোয়া।
আড়ি নিচ্ছিস আমার সঙ্গে। এত বেইমান?
আড়ি ভোয়া জান না? মুখ্যু কে! আমি না তুমি?
কোন ভাষা এটা, অ্যাঁ! আরবি?
ইংরেজিতে গুডবাই মানে বিদায়। ফরাসিতে আরি ভোয়া। কার কাছে যেন শুনেছিলুম।
সেই বিদ্যা ঝাড়ছিস। তবে বল পটাসিয়াম সাইনাইড!
এটা কোন ভাষা গো দাদা?
সব ভাষাতেই মুখে ছোঁয়ালেই ওই কি বলে ভারী ধোঁওয়া! সব হাওয়া!
বুম-বুম-ড্রাম
দাদা, দাদা গো! গেলুম...বাঁচাও।
চোল্লাসনি। ভিতুর ডিম একটা।
বিমানগুলো আরেক রাউন্ড বোমা ফেলে আকাশ দিয়ে ফিরে গেল
দেখছি! দেখছি! বীরভোগী বসুন... স্‌-বা! ভুলে গেলুম!

হঠাৎ পাকসেনারা গুলি চালাতে শুরু করল
দ্রাম-দ্রাম-দ্রাম! সাঁই-ই সাঁই!

ওরে বাবারে! আর রক্ষে নেই। দানেগুলো গুলি ছুঁড়ছে। দাদ. ও দাদা!

হর্ষবর্ধনও কিঞ্চিৎ বিচলিত
বাপ্‌রে!

ওতে হবে না দাদা! চারদিক থেকে গুলি! ডোবালে তুমি! ধুত্তোর!

দাদাগো—! ওদিকে যেও না!

সাঁই-সাঁই!!
আই-ব্বাপ!
ধপাস!

দাদ। ও দাদা। টেঁসে গেলে নাকি? কী বিপদ! কী বিপদ!
না রে ভাইটি! বেঁচে আছি! ভাবলুম দুটো পয়সা বানব, সে আর হতে দিলে না।
কিমা বানাবে তোমার। শুয়ে পড়েছ বলে বেঁচে গেলে এযাত্রা। খবরদার! উঠো না।
ভায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে...
ভাই, গোবরা! ভ্রাতঃ গোবর্ধন! তুই আমায় এত ভালোবসিস?
গোলা-বোমা বর্ষণ বন্ধ হয়েছে। পাকসেনারা ফিরে যাচ্ছে।
দুরচ্ছাই। তুমি মরলে আমার কী? আমি পিতৃহীন হব নাকি, অ্যাঁ?
!!
দাদাহীন হবি। পটাশিয়াম সাইনাইড দাদা!
ওতে আমার বয়েই গেল। আমি ভাবছিলুম, যদি একখানা গুলি তোমার অস্থানে-কুস্থানে এসে বিঁধত, কী অবস্থা হত আমার!
তোর কী হত আবার? আমি চিল্লাতুম আঃ-উঃ করে। হয়ত টেঁসেও যেতুম। শুধু তুই ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদতিস।

টেঁসে গেলে তো চুকে গেল। কিন্তু যদি না মর'তে, তখন?
তখন? তখন আবার কী? হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে করাতিস আমার।
কী করে করাব? তোমায় নিয়ে যাব কী করে? গাড়ি-ফাড়ি কিস্যু নেই।
কেন, ঘাড়ে ফেলে! নয়তো টানতে টানতে।
কোনওটাই পারতুম না দাদ। তুমি হাউহাউ করে চেল্লাতে! আর আমি আসছি বলে কেটে পড়তুম।
কেটে পড়তি? বলতে পারলি এই কথা? প্রাণাধিক দাদাকে ফেলে তুই-তুই—
প্রাণাধিক তো মনে-মনে। কিন্তু তোমার ওই আধমণি কৈলাস! না দাদা, সত্যি বলছি। আমার এই সিড়িঙ্গে শরীরে সে শক্তি নেই। তোমাকে ঘাড়ে তুললে ঘাড় মটকে এখানেই ধপাস।
!!
তুমি বেঁচে গিয়ে আমাকেও বাঁচিয়ে দিলে গো।
সমাপ্ত